দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 APR 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৩৩

014

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রসংগে

দেশের পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর উপজাতীয়দের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার যে সমস্ত উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড—ইহা সর্বজনস্বীকৃত। তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

সৃষ্টিলগ্ন থেকে বাংলাদেশ সরকার পশ্চাৎপদ উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিছু সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রেখেছেন। তাদের মধ্যে মেডিকেল কলেজ সমূহে ১২টি, বি,আই,টি-তে ৮টি, বুয়েটে ৪টি, কৃষি কলেজে ৩টি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি আসন রয়েছে। বর্তমানে উক্ত আসনসমূহের ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতা থাকার কারণে অনেক সম্ভাবনাময় ছাত্র ছাত্রী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নিম্নে এর কিছু সমস্যার উল্লেখ করা হলো :-

(১) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র ছাত্রীদের সংরক্ষিত আসন অত্যন্ত সীমিত। এছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (ঢাকা ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে) উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন নেই।

(২) উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকায় তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়।

(৩) অনেক স্বার্থান্বেষী মহল উপজাতীয়দের সংরক্ষিত আসনসমূহকে খর্ব করার হীন চক্রান্তে নিয়োজিত। অতীতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুসংখ্যক অ-উপজাতীয় ছাত্র ভুয়া উপজাতীয় ছাত্র সেজে সংরক্ষিত আসনে ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তাদের ভর্তি বাতিল করা হয়। কিন্তু ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত সংরক্ষিত আসনে কোন উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি না করানোর ব্যাপারটি আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। বরঞ্চ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদে প্রবীর দাসগুপ্ত নামধারী এক অ-উপজাতীয় ছাত্রকে সংরক্ষিত আসনে ভর্তি করানো হয়। উক্ত ছাত্রটির ভর্তি বাতিলের জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে জোর দাবী জানানো সত্বেও এখনও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ ব্যাপারে আবারো সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ইতিমধ্যে সরকার পার্বত্য জেলা সমূহকে সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চালানোর লক্ষ্যে 'বিশেষ এলাকা' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাই উল্লিখিত সমস্যাদি বিবেচনা করে উপজাতীয়দের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ দানের জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতি শিক্ষামন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট উর্ধতন কর্মকর্তাদের শুভ দৃষ্টি কামনা করছি। আর উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাধারণ যোগ্যতা শিথিল করে যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম চার পয়েন্টে (২য় বিভাগ ২য় বিভাগ) আবেদন করার সুযোগ দানের জন্যও আবেদন জানাচ্ছি।

উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
বিমল জ্যোতি চাকমা
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলাধীন ঝিনাইদহ শহর হতে ১৩ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত কুলবাড়িয়া একটি গ্রাম। এই গ্রামে ঝিনাইদহ জেলার সবচেয়ে পুরাতন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অতি করুণ অবস্থায় অবস্থান করছে। ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়টি এ যাবৎকাল পঞ্চাশের অধিক বার সরকারী কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বিদ্যালয়টি আজ পর্যন্ত সরকারীকরণ করা হয় নাই। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত গ্রামবাসীরা বিদ্যালয়টিকে পরিচালনা করেছিলেন কয়েকজন শিক্ষক রেখে। তারপর ১৯৭২ সাল হতে ঐ গ্রামের ৪/৫ জন শিক্ষিত যুবক বিদ্যালয়টির দায়িত্ব তাদের নিজ কাধে তুলে নেয়। তারা বিনা পারিশ্রমিকে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষকতা করছে দীর্ঘ ১৬/১৭ বছর। এখন তাদের পক্ষে বিদ্যালয়টি পরিচালনা করা খুবই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ঐ গ্রাম ও সংলগ্ন ভবানীপুর গ্রামের শিশুরা শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে চলেছে। গ্রাম দুটির চতুষ্পার্শ্বে তিন কিলোমিটার দূরত্বের নিম্নে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। গ্রাম দুইটিতে লোক সংখ্যা প্রায় তিন হাজার এবং বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় তিনশ। এই বিদ্যালয়টি থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত বেশ কিছু ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার এবং দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত। উল্লেখ্য, জনাব আনোয়ার জাহিদ সাহেব যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন স্কুলটির উন্নতির প্রচেষ্টায় ঐ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ছাত্রছাত্রীগণ তাঁর সাথে দেখা করেছিল ঝিনাইদহে।

বর্তমান সরকার যখন নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন প্রায় তিনশ' শিশু অক্ষরজ্ঞান হতে বঞ্চিত হতে চলেছে। এমতাবস্থায় ঐ দুই গ্রামের বাসিন্দারা এখন মাননীয় প্রেসিডেন্টের কৃপাদৃষ্টির আশায় আশান্বিত।

দুটি গ্রামবাসীর পক্ষে
মনোহর কুমার বিশ্বাস, (বি এস-সি ইঞ্জিনিয়ার) গ্রাম : কুলবাড়িয়া, ডাকঃ পদ্মাকর বাজার,
জেলা : ঝিনাইদহ।